প্রকাশক : ডাঃ ভারতী চট্টোপাধ্যায়
ঠিকানা : C/o. বীণা চট্টোপাধ্যায়
খ্রীষ্টীয় বালিকা বিদ্যালয়, পুরুলিয়া
পোঃ ও জিলা—পুরুলিয়া

মুদ্রণ ও বাঁধাই : কমলা প্রেস
পুরুলিয়া

প্রচ্ছদপট মুদ্রণে : ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৮ সাল

উৎসর্গ

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

উৎসর্গ

পূর্ব্বরাগ

মিলন

বিচ্ছেদ

সূচীপত্র

মনন

স্মরণ

অনুবাদ ও অন্যান্য

সূচী-গ

উৎসর্গ

দ্বৈত

তোমার জীবন কিছু ছিনিয়ে নিয়েছি
        মৃত্যুর মুঠি থেকে।
তোমার কিছু স্বপ্ন আমার গানে বাজে
যা ভেসে চলেছে সময়হারা দিগন্তে,
যা তুমি কেড়ে নিতে পারবে না।

তোমার মুগ্ধ চোখের পূজারতির আলোয়
দেহকে জেনেছি মন্দির।
জ্যোৎস্নায় পথহারানো হরিণ পায়ে পায়ে
ভীরু, ভীরু ভালবাসার অরণ্য মাড়িয়ে
আমি ছিনিয়ে এনেছি অন্ধকার সময়ের গুহা থেকে তোমাকে

স্মৃতির রেকর্ডপ্লেয়ারে বার বার বাজে
আমার বিবর্ণ পৃথিবীর সূর্য্য।
সুরে সুরে, বেদনায় বেদনায়,
রঙে রঙে, রামধনু বর্ণের বিস্তারে,
সন্ধ্যায় ইমন বাজে, বাজে ভোরে বিষণ্ণ ভৈরবী,
শুধু দেখি, দেখি তব ছবি।

তোমার পোর্ট্রেট এই
শান্ত বিষাদের রঙে তুলিকে ডুবিয়ে
আঁকা হয় এক শ্রান্ত নিঃশব্দ জগতে,
যেখানে নক্ষত্র শান্ত, কাঁচের নদীতে ঢেউহীন
সময়ের বিস্তৃত ক্যানভাসে
কালপুরুষের উজ্জ্বলতা।

সত্য থেকে সত্য এই স্বপ্নের ফসল
কাটে যে কৃষক
সোনালী মাটিকে ভালবেসে,
তার মত সবল আশ্বাসে
স্মৃতির সঞ্চয়ে ভরে রাখি
তোমার এ জীবনকে। মৃত্যু তাকে কেড়ে নিতে পারবে না আর।
আমাদের এ দ্বৈত জগতে
একমাত্র তুমিই আমার।

শান্তি

শান্তি, শান্তি, শান্তি।
ভালবাসার শান্তি আমার তীরে তীরে।
অনেক দূর, অতল গভীরে।

বাইরে ঢেউএর নাচন, ফেনা, নৌকাডুবি।
ভাঙ্গা হৃদয়, টুকরো জাহাজ, ভাসে ডোবে।
এই আবর্তে, হতাশ মনের ডিঙ্গি আমার
কখন তলার মাটি ছোঁবে!

আর্ত্তরবে ডাকি তোমায়, পাইনা তোমায়,
কোথায় তুমি? ঝড়ের হাহা রবে
অন্ধকারের পিচ্ছিলতায়, নিষ্ঠুরতার নিষ্পেষণে
অন্ধবেগে অদৃষ্ট এক অদৃষ্টের ঘূর্ণীস্রোতের ধারা
ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাকে, অন্ধ দিশেহারা।

তোমার দেওয়া যন্ত্রণার উদ্যত এ ফণা
ছোবল মারুক না,
পাতালপুরে নাগের বিষে জর্জরিত ভালবাসাকে
কে বাঁচাল অমৃতরসধারায়?
শান্তি,—আমার মরণবাঁচনজীয়ন কান্তি। শান্তি,—তবু শান্তি চিরকাল
তোমারি প্রেম, পরম পিপাসায়।

মুখ ফিরিয়ে

মুখ ফিরিয়ে হাঁটি,
আমার স্বপ্নের দিকে,
আমার সত্যের মাঝখানে।
সাপের মাথার মণির মত ঝক্‌ঝকে,
আমার উজ্জ্বল সত্তাকে,
মুখ ফেরালেই পাই।

এখানে নিওনলাইট। কথা। কাজ। ব্যস্ততা।
ওখানে সামাজিক মুখোসের আঠা খুলে বেরিয়ে আসা
নির্ম্মম, নির্ম্মোহ, সদ্যোজাত শিশুর সরলতায়।
আমার স্বপ্নের সমুদ্রে ডুবুরী তোলে
উজ্জ্বল মুক্তা, রত্ন, রঙীন প্রবাল।
ভুলে যাওয়া ভালবাসার গান
দুঃখসুখের তীক্ষ্ণ তলোয়ারে দীর্ণ হৃদয়ের টুকরো
আবার যাদুতে জেগে ওঠে।

মুখ ফেরালেই সত্যের ঘাঁটি।
সে সুদৃঢ় দুর্গে
বন্দিনী রাজকন্যা, আমার মন,
তুমি মুখ ফেরাবে বলে',
নম্র অপেক্ষায় বসে আছে।

পূর্ব্বরাগ

একটি রাত

চুপচাপ গঙ্গার তীর।
ছোট ছোট ঢেউগুলি শুধু অস্থির।
আকাশে আলোর বান, পূর্ণিমা রাত।
তুমি আমি বসে আছি, হাতে দিয়ে হাত।
এমনিই রাত কেটে যাক্।

ওই দূরে দেখা যায় নদীর ওপার।
পরীর ওড়না ওড়ে আবছা ছায়ার।
পাশে তুমি বসে আছো, তবু যেন দূর।
এ রাতের ভাষা নেই, শুধু আছে সুর।
কিছু তার বোঝা যাক্, নাই বোঝা যাক্
এমনিই রাত কেটে যাক্।

এ রাত ফুরায়ে যাবে, তুমি যাবে চলে'।
পূর্ণিমা শেষ হবে পশ্চিমে গলে'।
একা এসে বসে রবো ঠিক এইখানে,
হৃদয়ে হাওয়ার দোলা ঢেউএর উজানে।
মুখরতা দিয়ে যাবে মৌনেরে ডাক্,
এমনিই রাত কেটে যাক্।

একটু থাকো

একটু থাকো, আনবো তুলে একটি ছোট মল্লিকা,
ভালবাসার একটি ছোট চিহ্ন নিয়ে, ফিরবো আমি একা।

চলার পথে পার হবো সাত দুর্গতোরণ দ্বার,
হানবো পথে দুঃখ অগাধ, বেদনা অপার।
দুঃখ জয়ের সাধন আমার, এইই জীবনের সার।

বক্ষে আমার বেদন বাজে, দিনের পরে দিন,
এই অফুরাণ রোদন, পথে, চোখের জলে লীন,
দুঃখ কেবল সাথী আমার, একলা সঙ্গীহীন।

আকাশ ভুবন দেব পাড়ি, গ্রহ তারার পারে,
পথভোলা যে তারা পথে, পথ দেখাবো তারে,
আমার মনের আলো দিয়ে হানবো আঁধারে।

যে গান গেয়ে যাই চলে যাই, যে সুর বাজায় মন,
হার মেনে যায় গানে মাতাল ভ্রমর-গুঞ্জরণ,
হার মানে দেবকন্যার মৃদু মৃদঙ্গ নিঃস্বন।

লক্ষকোটী জীবন ধরে এই আশাতেই চলা,
হয়তো হবো পূর্ণ এবার। অসীম তৃষার ডালা
হয়তো হবে সফল আজি। জিনব জয়ের মালা।

একটু থাকো! আনবো তুলে একটি ছোট মল্লিকা,
ভালবাসার একটি ছোট চিহ্ন রেখে, ফিরব আমি একা।

পদ্মশ্রী বিনায়ক কৃষ্ণ গোকাক্ লিখিত কান্নাড়া কবিতা হইতে অনূদিত

১৫. ৯. ৬০
হায়দ্রাবাদ

মিলন

অতিচেতন

শুনেছি আমাকে ভালবাস তুমি।
শুনেছি হাজার বার।
আমিও কখনো বলেছি বুঝি বা ভুলে
"ভালবাসি তোকে", আর
দ্বিধা কম্পিত ভীরু মন তোর, তখনি উজলি' উঠি'
চুমেছে হাজার বার।

আজ একবার ভেবে দেখ ফের,
ভেবে দেখ ভাল করে'।
এ প্রেম তোমার কোথায় পাওনা হোলো,
ডেকেছ স্বপ্ন-ঘোরে।
ছদ্মবেশী কি কঙ্কাল এই প্রেম,
অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো অলঙ্কার?
জীবনের নীল ফুল দিয়ে ভরা সাজি,—
প্রেতেরা পাওনাদার।

আমার সুনীল রহস্যময়ী আঁখি—?
হায়রে ভ্রান্ত, হায় বিভ্রমকারী!
এ চোখের কোণে পড়িবে কালই এসে:
জরার কৃষ্ণকুঞ্চিত রেখা-সারি।
সেই কুৎসিত পলিত বৃদ্ধারও
মাটিতে মিশিতে বড়ো বেশী দেরী নেই।
সেদিনের কথা স্থির মনে ভেবে দেখে
আমার রূপকে ভালবাস প্রিয়,
তাতে আপত্তি নেই।

মৃত্যুর সাথে শেষ তবু হবে দেহ,
প্রেম তো যাবেই আগে।
যে আবেগে আজ ভরিয়াছি মোর সকল প্রাণ
পূর্ণতা লভি' সেও তো বিদায় মাগে।

এ অধীর তৃষ্ণা তোমার আমার নহে,
অন্ধ, অন্ধ আবেগ বৃথাই দহে।
অন্ধতা আরও অন্ধ হোক, হে ভগবান !
ঘনতম মোহ জড়াক চোখ,
ক্ষণেকের তরে না দিক পরিত্রাণ।
এ দেহেরে চাও কিম্বা আত্মা মোর,
এ সব কথায় ভেঙ্গো না নেশার ঘোর।
অন্ধ তৃষ্ণা, অন্ধ আবেগ মোর,
তাদের তৃপ্তি হোক।

জননী প্রকৃতি জীবন-প্রদীপে নবীন শিখা
কেবলি জ্বালাতে চায়,
সেই তো আমার নয়নে পরালো মোহের কাজল শিখা,
জননী, তোমাকে এড়ানো দায়।
আমাদের যত জীবনের ধূলিকণা,
রঙ লেগে লাগে আসল সোনা।
রঙ তো দেখিনা, অন্ধ মত্ততায়
দুটি প্রাণী ভেসে কোথায় চলেছি আজ।

ওই শোন তার গম্ভীর স্বর শুনি,
গম্ভীর আর ভীষণ বিদ্রুপের,
অতৃপ্ত মনে শুনিতেছি তার হাসির ধ্বনি।
হাল ছেড়ে প্রিয়, স্রোতে নাও খুলে দাও।

জননী তোমারি জয়।
কখন ভুলিয়ে কেড়ে নিলে সংশয়।
দেহ নয় আর আত্মাও নয়, তাদের নিস্প্রয়োজন,
এ শুধু জননী, তোমারি জয়,
প্রিয়ের হরেছি মন।
পরাজয়, তবু আনন্দে গান করি,
তীব্র বেদনা আনন্দরসে ভরা।
যা নিয়েছো মাতা, ঢের বেশী দিলে ফিরি,
হার মানিবার সুতীব্র ব্যথাহরা।

তবে আজ ফের, বলো আমাকেই
ভালবাসো। আরবার
চুম্বন তব অন্ধ আবেগে পড়ুক ঝরি,
অধরে, কপোলে, তোমার প্রিয়তমার।

শুভদৃষ্টি

আমাকে কি লাগবে মধুর ?
শুভলগনেতে বাজে সাহানায় সুর ।
কুমারী হৃদয় কাঁপে । ভয় করো দূর ।

নেমেছে কি নয়নে নয়ন ?
হৃদয়ে অধীর বাজে মধুর স্বপন ।
অবগুণ্ঠন তলে ধরা বিসরণ ।

মূক আঁখি কত কথা কয় ।
কিছু বুঝি । কিছু লাগে পুলকিত ভয় ।
ইসারাতে বাজে নবজীবনের জয় ।

বাসরেতে

ইচ্ছে যে সেদিনের কাণ্ডটা শোনে ?
হা, হা, হা, হা, বলব না, জেনো কক্ষনো।
দুই আনাড়ীতে,—প্রেমে তো তাদেরই জয়।
কবিরা হবেন সক্‌ড্‌, সে সুনিশ্চয়।

রাত নিঃঝুম। বাঁকা চাঁদ নামে। আকাশে জ্যোৎস্নাভরা,
থেমেছে এবং রেহাই দিয়েছে গায়িকা বান্ধবীরা।
দরজা জানলা খোলাই রয়েছে। এখনি বন্ধকরা
ভাল্‌গার্ লাগে। বধূটি তখন দুরু দুরু অন্তরা।
দরজায় ঠেস্‌। অবগুণ্ঠনা। ফিরায়ে মুখটি তার,
মনে মনে ভেবে কূল সে পায়না, কি যে করা দরকার।
নয়নে লজ্জা। গর্ব্ব একটু। একটা আস্ত লোক,
এখুনি আমার মনোরঞ্জনে ঝাড়বে লক্ষ শ্লোক।
ওমা, তার কোন পাত্তাই নেই, বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুমে চোখ ভরে' ছল করে মোরে লুকিয়ে দেখচে চেয়ে।
পনেরো মিনিট। আরো পাঁচ গেল। এখন আমি কি করি ?
জানলার পাশে দেখি যেন কাশে লুকিয়ে দিদিমা বুড়ি !
চটেমটে তাই তাড়াতাড়ি করি যত খড়খড়ি বন্ধী,
বাসরঘরের চারদিক ঘিরে যতেক অন্ধি সন্ধি।
মনে রেখো, সব কাজটা করছি 'ওঁর' দিকে পিছু ফিরে,
মাথার ঘোমটা, মনে মনে জ্বলে', টেনেছি আরও জোরে।
শেষকালে মোর মনে হোলো খুব নিদারুণ অভিমান,
নিশ্চয় তবে অন্য মেয়েকে ভালবাসে, তারি ধ্যান।

আমিই বা কেন পায়ের ব্যথায় একলা দাঁড়িয়ে থাকি,
সুইচ টিপেই তুমি শয্যায়। জীবন মরভু, ফাঁকি।
এমনি রাগের সময়েতে আরও আমাকে চটিয়ে দেওয়া,
'ওখানেতে কেন, উচিত তোমার বিছানাতে উঠে শোওয়া।'
'না না না না' ঝাঁকিয়ে উঠেছি। বিমূঢ় কণ্ঠ শুনি,
'ওখানে শুলে যে ঠাণ্ডা লাগবে, নিমোনিয়া হবে রাণি।'
এতক্ষণেতে শ্রীমান উঠেছে। 'আনাড়ী যে, মাফ করো,
আমি তো জানিনা কি কি রহস্য তোমরা কোথায় গড়ো।
তুমিই প্রথমা, তাই তো ঘটেছে এমন দারুণ ভুল,
চলো চলো, কেন মাটিতে ছড়ালে রেশমী চুল?"
'উহুঁ, তুমি খুব খারাপ ছেলে। কে এমন দুঃখ দিল?
সারাদিন আমি শুকিয়ে রয়েছি, মাথা ধরে জ্বলে গেল।
তবুও আমাকে এক পায়ে খাড়া! আমি কি ছাত্রী নাকি?
যাবনা, যাবনা, কিছুতে যাবনা। মিষ্টি কথা তো ফাঁকি।'
কৌতুকে তার হাসি বেজে ওঠে। কালো চোখে আলো নাচে।
"অভিমান! ওহ্ বুঝেছি এবার। ডাকলেনা কেন কাছে?
চলো উঠে চলো।' "না, না, না, না"। "সে কী? কেন?"
"কিছুতেই আমি যাবনা, যাবনা, নিশ্চয় করে জেন?"
"তবে কি করব? ঠিক। নেবো দেখো জোর করে বুকে তুলি।"
চোখের পলকে কি যে ঘটল, তা' কেমনে বুঝিয়ে বলি!
এমন মিষ্টি লাগল আমার, যেন আমি ছোট খুকি।
যদিও মুখেতে আপত্তি, তবু শাসনটা পূরো মেকী।

তারপর?—আর কথা নেই ভাই, আর সব গেছি ভুলে।
কামনার হ্রদে রসতরঙ্গ উঠেছিল রাতে দুলে।

আমার চাঁদ

চাঁদ ! আমার চাঁদ !
সোনার বরণ বসন্তের এই চাঁদ !
নীল স্ফটিকে গড়া আমার আকাশ-পিয়ালা,
কানায় কানায় টলোমলো চাঁদের সুরা ঢালা।
আমার সুরা, আমার নেশা, আমার প্রিয় চাঁদ।
শুক্লারাতের অভিসারী চাঁদ !

আমি যে কুমুদ। জ্যোৎস্না প্লাবিত ধরণী। মাধবী রাত্তি।
আমি যে তোমারি, ওগো প্রিয়তম ! তুমি চাঁদ, আমি স্বাতী।

মুক্তা

সুখের গভীরতম সমুদ্র নিভৃতে,
আত্মহারা ডুবে আছি আসঙ্গের নিস্তরঙ্গ স্রোতে
ঘিরেছে শৈবালসম ঘন আলিঙ্গন,
অধরের শুক্তি দুটি খুলিয়াছি, তাতে
শ্রেষ্ঠ মুক্তা, তরুণীর প্রথম চুম্বন,
চয়ন করিয়া লও, সুখভারে তন্দ্রা না আসিতে।

যৌবন-মুগ্ধা

প্রিয়তম, দেখিলাম উদ্ধত যৌবনে,
বসন্তের প্রাচুর্য্য কি ! সর্ব্ব স্তরে স্তরে
উন্মাদ পুষ্পের মৃত্যু । সুগন্ধ-উত্থিত
এ কোন বনজ ! সভ্যতার কারাগারে
যৌবন ! তোমার দম্ভী দর্পী অঙ্গীকার !
শৃঙ্খলবিদ্রোহী তুমি, তুমি অবাঞ্ছিত !
দেখিলাম তবু—কী অপূর্ব্ব বিষাক্ত মাতাল,
মহুয়ার মদগন্ধ ! জীবনেতে প্রেম,
প্রথম দেহের পায়ে নতি রাখিলাম ।

প্রেম ! তব মোহময় তনুর তনিমা
সব মিথ্যা জানি । তবু নতজানু মানি
বিরাজে ভুলের স্বর্গে জীবনের বাণী ।
ঈশ্বরের ছায়া তব মুখে দেখিয়াছি ।
(অমরতা ভঙ্গুরের এত কাছাকাছি ?)

অপরাজিতা

প্রকৃতির তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্রুপ-গরলে
রমণীর দেহ গড়া। কামনা অনলে
হৃদয়বেদীতে তার অনির্ব্বাণ জ্বলে,
কটাক্ষে বিদ্যুৎ প্রাণ দেয় পদতলে।

হে নারী! এ জেনো মনে সৌভাগ্যবিভব
বিধাতার হাত হতে যবে তুমি নিলে,
"চিরদিন এ সৌন্দর্য্য দাস হ'য়ে রবো",
—এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়েছে নিখিলে।

সপ্তস্বর্গে, জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে, জেনো
রমণীর মোহমায়া হারেনি কখনো।

সে নারী আয়না

সে নারী আয়না।
পটে আঁকা উজ্জ্বল রেশম চুলে
কৃষ্ণচূড়া-লাল ঠোঁটে, সতেজ লতার মত নমণীয় নারী
হরিণ, হরিণ চোখে তাকিয়ে সে আছে।
আয়নায় নারী। নারীই আয়না।

সেই বসন্তবাহার রাগে যৌবনের পুষ্পিতাকে বলি,
আরও কিছু আছে,
আয়নার এ কাঁচের নীচে,
যেখানে তোমার অতলাস্তিক গভীরতা,
সেখানে আমার অশান্ত হৃদয়কে ডুবতে দাও।

আয়নায় টুকটুকে লাল ঠোঁটে ভাসে
ভুট্টার দানার মত ঝক্‌ঝকে হাসির জিজ্ঞাসা।
হতাশায়, যন্ত্রণায়, দুরন্ত উচ্ছ্বাসে
খুঁজি তাকে যে আছে গভীরে।
নারীর আয়নায় আমারই ছায়া দেখি,
—ভাসে কার মুখ ?
তৃপ্ত এক প্রেমিক পুরুষ।

বিচ্ছেদ

আশাভঙ্গ

ভালো লেগেছিল! সেই ভালো ছিল মোর,
ভুল করে ভালবাসলে কেন!
উদাসী হৃদয় নিথর পাথর ছিল,
প্রেমবন্যায় ভাসলে কেন!

আমিই হারব, এই ছিল মোর পণ,
আগে থেকে হার মানলে তুমি,
নিঃশেষে দিতে নিজেরে বিকিয়ে উৎসুক ছিল মন,
ভিখারীর হাত হানলে তুমি।

আশা ছিল এই—তুমি শিব আর আমি হবো পার্বতী,
মদনভস্মে হবে মোর পরাজয়,
আমার কঠিন তপস্যা, সে যে তোমার পাওনা ছিল,
কেন তা' হারালে? সে আশা ভাঙ্গলে কেন?

স্বপ্নশেষ

'প্রথম যৌবনস্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে।'
দিগন্তে বিস্তার মরু বালুর নিঃশ্বাসে।
কোথা সেই প্রভাতের প্রসন্ন আলোক?
নয়ন সম্মুখে নামে শেষ সন্ধ্যালোক।

রাজকুমারীর কক্ষে রুদ্ধ দ্বার।
হৃদয়মগন স্বপনমোহে।
আলিপনা রচে দেহ-দেহলীতে যৌবন সম্ভার।
কত ভক্তের ব্যর্থ পূজোপচার
আসিয়া ফিরিয়া গেছে।
দুয়ার রুদ্ধ আজও।

তুমি এসেছিলে হে রাজপুত্র, কবে?
কোন আরতির শঙ্খ ঘণ্টা রবে?
সন্ধানী তব তীক্ষ্ণ চোখের ধার,
কেঁপে ওঠে তব বর্ষা আঘাতে দ্বার।

কেন এসেছিলে হে রাজপুত্র? পূজা কি ছল?
শুধুই তোমার জ্ঞানের তৃষ্ণা? শুধুই কৌতূহল?
যদি কোনদিন ফিরে চাহিবার অবসর ঘটে তব
শূন্য দেউল ফিরি মনে জাগে পুরাতন স্মৃতি সব,
শুনিবে শূন্যতামাঝে ধ্বনি উঠিয়াছে,
'প্রথম যৌবন-স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে।'

বাধা

এই সত্য কথা,—কভু ঘটে না মিলন।
সে আসঙ্গ সঙ্গদায়ী, সেই বাধা তার।
দেহ-কারাগারে বসি দেহাতীতে করি নমস্কার।
যে তোমার সত্যরূপ, দাও দরশন।

সে পুরুষ, আমি নারী,—এইতো বিভেদ,
আসঙ্গের লীলাময় বিচিত্র নাটক,
এই তবু দুজনের মিলন-কণ্টক,
তোমাকেই চাই, পথে মোহের বিচ্ছেদ।

তোমার সমগ্রসত্তা চাই আমি বৃথা,
অখণ্ড মিলন-সেতু ভাঙ্গিয়া শতধা।
"অর্দ্ধেক মানবী আমি, অর্দ্ধেক কল্পনা ?"
তুমি আমি—মাঝখানে প্রদীপ্ত বাসনা।

ঈর্ষা

চির-অতৃপ্ত হৃদয়ে তোমার বহুবল্লভ-তৃষা।
কোন রমণীর চাহনী নিপুণ, চম্পক রঙে মিশা।
কোন রমণীর কুচযুগে যেন শ্রীফলের উপাদান।
কারো বা সরস হৃদয় পরশ, কারো বা মধুর গান।
তিল তিল করি' তিলোত্তমাকে বৃথা খুঁজে খুঁজে মরে,
খণ্ডে কি কভু তৃষ্ণা বিলয়? আরও কাম সঞ্চরে।

হায়, প্রিয় হায়, কণ্ঠে তোমার যত পিপাসাই থাক,
বহু-মনচারী লভে না রমণী-সুপ্রণয়-মৌচাক।

উর্ব্বশী

(অর্জ্জুনকে প্রেম নিবেদনের পর প্রত্যাখাতা উর্ব্বশী)

আমি অগ্নির শিখা।
কামনার যত তরল অগ্নি জমিয়া আমার দেহ।
যুগ যুগ ধরি মর্ত্তলোকের প্রেমের শীতল বারি
নিঃশেষে নিভে গেছে,
বাষ্প গগনে মিলাইয়া গেছে শেষে।
আমার ম্লানিমা নাই।

আমার উর্দ্ধশিখাকে দেখি,
দেখি আর উড়ে যাই,
স্বধর্ম্ম এই মোর।
সে পথের মাঝখানে
অক্ষম হাত বাড়ায় মানবদল,
বৃথাই পুড়িয়া মরে।
আমার ম্লানিমা নাই।

হৃদয় ব্যথায় ভরে,
হৃদয় কেই বা খোঁজে ?
উহাদের কাছে ভেনাস পাথরে গড়া।
প্রেম নয়, মোর রূপ প্রিয় উহাদের।
জ্বলিছে বহ্নিশিখা,
পতঙ্গ এসে প্রাণ তার দান করে,
অগ্নিশিখাতে দগ্ধ পক্ষ তার,

সে মৃতের বিস্তার
ফুৎকারি দূরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া হাসি,
নব পতঙ্গ গুঞ্জনধ্বনি তাহার সঙ্গে মেশে।
আমার ম্লানিমা নাই।

যুগ যুগ ধরি সীতারা ফেলেছে চোখের জল।
কীই বা ফল ?
হৃদয়-শোণিত দিয়ে
মনের ভক্তি, শান্তি, দীপ্তি দিয়ে
ধরণীর যত পরিচয়হীন সীতার ছদ্মবেশে
অশ্রু মুছায়ে দিয়েছি বারংবার।
ভাল নাহি লাগে আর।
সব হয়ে গেল ফাঁকা,
"আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ,
ধূলায় রহিল ঢাকা।"

'ওই শোন তোমা' লাগি দিশে দিশে কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুর বধিরা উর্ব্বশী।'
হে মোর ভক্তদল,
মোছ এ অশ্রুজল,
লালায়িত শিখা, কুটিল নাগিনী, জ্বলিছে বহ্নিশিখা,
আমারি আলোর আভায় দীপ্ত
যৌবন মরিচীকা।

তবে তাই হোক, যে আসে আসুক
আমার ম্লানিমা নাই,
ব্যর্থ প্রেমের হতাশ শিখায়
জ্বালাই, জ্বলিয়া যাই।

অভিমান

প্রেমের শপথ, করেছি কঠিন অশ্রুজলে,
দেখব না তাকে, কোনদিনও আর দেখব না।
কোটিকল্পের কত আলোড়ন বৃথা উদ্বেল হবে,
জন্মমৃত্যু-তোরণের পথে বারবার আনাগোনা,
চিরপথিকের পথ অফুরান। চারিধারে মায়া বোনা।
কত বিচিত্র হাসি অশ্রুর নব নব মালা চন্দন,
সুখে দুখে ভরা এই ধরণীর অপরূপ অভিনন্দন।
দেখব না, শুধু তাকে কোনদিনও দেখব না।

রূপবন্যায় কত বসন্ত ভেসে যায়, ভেসে যাক।
শিশুর, নারীর, স্নিগ্ধসুধায় যত সুষমাই থাক।
ফুল ভারে ভারে আবেশে বিবশ, মধুর চৈত্রমাস।
তরুণ তরুণী বকুলের তলে। যৌবন উল্লাস।
রূপসমুদ্রে স্নান করে' তবু এ হৃদয় নির্ব্বাক
প্রার্থনা করে তীব্র ব্যথায়, "অন্ধ হোক এ আঁখি
জগতের প্রতি রূপের মুকুরে শুধু তারই ছায়া দেখি।"
দেখব না তাকে, শপথ করেছি দেখব না।

এই জগতের কতশত লোক তোমায় দেখছে দিন,
কত যে সহজ। কত সাধারণ। এইই কী দেখা?
তারা তো দেখেনি, হে প্রেম তোমাকে দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়,
সুন্দর তুমি অন্তরে মম, মনের মণিকোঠায়।
তুমি সুন্দর, শিব ও সত্য। পূর্ণের প্রতিরূপ।
তোমার পরশে জগৎ পলকে স্বর্গের ছোঁয়া পায়।
তবুও শপথ যদিও করেছি কঠিন অশ্রুজলে,
দেখবনা তাকে, কোনদিনও আর দেখব না।

একটী অসমাপ্ত প্রেমের ইতিহাস

তোমাকে ভালবাসি।
এক মুহূর্তেই শতাব্দীর যবনিকা ছিন্ন হল।
আধুনিক জগতে ভেসে এল
শরৎ ভোরে শিশির-ভেজা শিউলীফুলের ঘ্রাণ,
শিবপূজার শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি,
এক কিশোরীর ভাববিহ্বল টলোমলো মন।
সে ছল ছল সলাজ চোখে ফিরে ফিরে চায়,
লজ্জায় কিছুই বলতে পারে না।

কোন দেবতার কণ্ঠচ্যুত আশীর্ব্বাদমালা
তোমার এ প্রেম।
কত যুগ যুগান্তের সৌভাগ্যে তোমাকে পেয়েছি।
কুণ্ঠার অবগুণ্ঠন মুক্ত যে দিব্য প্রেম
তাকে প্রণাম করি
উচ্ছ্বলিত যৌবনের অঞ্জলি উজাড় করে।

তোমার চোখে এ প্রেম বন্যাফেনিল,
অসংযত,
আত্মার অবারিত দাক্ষিণ্য রূপ পেল কলুষিত কামনার
তুমি দেখলে এক ব্রাহ্মণ্যবঞ্চিত চণ্ডালিনীকে।
যে মায়াবিনী,
অনার্য্যা প্রকৃতির চতুঃষষ্ঠী ছলায় কলায়
সাধককে যে কাছে টানে
অভিচার-মন্ত্রে।

তোমার চোখে আমি শুধু অবসরের শান্তি, তৃষ্ণার জল,
তার বেশী কিছু নয়।
সারাদিন খেটেখুটে এসে কোমল মাংসল স্থূলত্ব,
রোমান্টিক রাংমোড়া,
যাতে লেখা—
'তুমিই আমার কর্ম্মের শান্তি।'

দেহাতীত যে প্রেম হোমশিখার মত উর্দ্ধমুখী,
তুমি স্পর্শ পাওনি তার,
পাওনি শ্রেষ্ঠ যা আমার।
আছ আপন আত্মগৌরবের জালের আড়ালে বন্ধ,
স্থূল সুখকে বাহুবন্ধনে বাঁধতে চাও, চাওনা আনন্দ।
আমাকে বাঁধবে, এমন শক্তি নেই তোমার অহমিকার।
বিদায়। নমস্কার।

ચમન

পর্য্যাপ্ত

'তার পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদূর ।'
পূর্ববঙ্গসুন্দরীদের চিত্ত করেছে বিধূর ।
কিন্তু এদের তো আমি দেখেছি,
ছোটবেলা থেকেই পরকণ্ঠলগ্না হবার প্রত্যাশী,
অক্টোপাশের মত অপরকে আঁকড়ে ধরবার সহজ পটুতা ।
কাল আনে জরা, আনে না প্রজ্ঞার শান
তারই জন্য যত কবির 'সর্বশেষের গান ?'
ধন্য কবিরা,—কীই যে পান !

আমি এ যুগের মেয়ে ।
রূপসী হলেও বাপের রূপার নেই জোর ।
সে কথা জ্ঞানের সাথে জানা । তাই পড়াশোনা ।
(অর্থাৎ ডিগ্রির সাধনা) তবু কেমন করে ভালবেসেছি পুঁথিকেই
এতেই মুক্তি মনের । জীবিকাও বটে । (মানে, ইস্কুলে মাস্টারী
বিয়ের আশা নেই । গোটা দুতিন ব্যর্থ প্রেমের মহড়াও সেই সঙ্গে ।
একটা তো ছিল প্রায় জেনুয়িন্ । (প্রথম প্রেম কিনা !)
প্রায় ডুবেছিলুম হতাশায় আর কি ! কী কাণ্ড !
এই মনোজগৎ বাঁচাল আমায় । বলল, "ওঠো,
চোখ মেলে চাও এ জগৎটার দিকে । কত অন্ধ
বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগীর মেলা এ সভ্যতার প্রাঙ্গণে,
এই দুঃখীদের সাথে তুমি এক হও । জাগো, জাগাও ।"
আশ্চর্য্য ! কি কুৎসিত এই পৃথিবী এই অসম্পূর্ণ সভ্যতায় ।
একে গড়তে হবেই । নতুন করে হাত লাগাই কাজে
এদিকে ভবিষ্যৎ অন্ধকার । বয়সও বাড়ছে । মেজাজ রুক্ষ....

'থামো, থামো।' বিরক্ত ভাগ্যদেবতা বললেন,
'আর ফিরিস্তি বাড়িও না। বর দেব ইচ্ছাপূরণের।
পরজন্মে যা চাও তাই। অবিশ্যি যদি মানো।'
স্বপ্নেই চমকে উঠি। বলি—
"যদি পরজন্ম থাকে, হে প্রভু,
আবার যেন এ যুগের মানুষ হয়েই জন্মাই।
কেবলমাত্র মেয়ে হয়েই নয়,
'যার পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদূর।'"

সবুরে মেওয়া

গাড়ী, বাড়ী, ফ্যান, ফোন,
মসৃণ জীবন।
সুখী স্বামী, যার মাইনেটা মোটা।
ছেলেমেয়ে ভরাট ঘরটা।
এই সব পেতে নিতে
কাটিয়েছি পঁচিশ বছর ;
ভেবেছি আগে তো হোক স্থিতি,
কাব্যচর্চ্চা হবে তারপর।

পাহাড়ে ছুটীর বাড়ী, রঙিন বাগান,
যবে হলো সারা,
কাব্যজীবন শুরু করতেই, দেখি—
মন গেছে মারা।

কোনও মধ্যবিত্ত নায়কের প্রতি

বন্ধু, এবার নতুন যুগের স্বপ্ন দেখি,
যেখানে নারী ও পুরুষে জ্বালে মশাল
দেহ কামনার পণ্য যে ছিল, সে বাঁধে রাখী,
ক্ষুরধার পথে দুর্গমে জ্বলে পতাকা লাল।

ড্রইংরুমের সিনেমাসজ্জা, অতি আধুনিকা প্রিয়া,
বাতাসেতে ওড়ে সুরভিত ববড্ চুল—,
এ সব স্বপ্ন আগত দিনের জন্যে চাওয়া
যেতে পারে। আজ প্রেমরচনায় মূলেই ভুল।

পদদলিতের আনে বরাভয় সাম্যের আহ্বান,
অভিসিঞ্চিত হোক নব স্নানে ক্ষীণ বুর্জোয়া রক্ত।
'সত্য, শিব ও সুন্দর' গীতি ভাঙ্গে অ্যাটমের বাণ।
ঘরের কোণেতে নির্জলা প্রেম করা বস্তুতঃ শক্ত।

ব্যর্থ প্রেমিক

আমিও,
বাংলাদেশের ব্যর্থপ্রেমিকদের একজন।
মরিনি পটাসিয়াম সাইনাইট্ খেয়ে।
সাহস নেই, শক্তিও নেই।
স্বপ্ন দেখেই জীবন যায়।

আমাদের জীবনের স্বপ্ন কাব্যের পাতায় ওঠে না।
সেই কবে দেবদাসের লিভার ফাটিয়ে (আহা বেচারা !)
শরৎচন্দ্র কি কান্নাই কাঁদলেন।
তারপরে আর কিচ্ছুটী বলেন না তারা।
রবীন্দ্রনাথ কেটি মিত্তিরকে বাঁচিয়ে দিলেন
বিবাহোত্তর নোঙরে পেঁছে দিয়ে।
(কি সহৃদয় ভদ্রলোকই ছিলেন তিনি !)
বাস্তবের কেটিরা ওল্ড্ মেড্ হ'য়ে ক্রমে
শুকিয়ে যায়। অমিতের জন্য টাকার কুমীর বাবারা
রাঘব বোয়ালের মত হাঁ করে আছেন।
শকুন্তলার জেলেটা আর কক্ষনো
উদ্ধার করে না স্মারক পুরানো কাহিনিক প্রথায়।

ব্যর্থ প্রেমিকেরা প্রায়ই বেকার।
পকেট গড়ের মাঠ। (প্রেম কি অমনি হয় এযুগে ?
আর ব্যর্থ প্রেমিকারা রোগা, কালো,
খেতেই পায় না। (দেহেও না, মনেও না)।

এরা সব একলা ঘরের অন্ধকারের কোণে
না কেঁদে'—বেরিয়ে আসুক না একবার,
পচা এই সমাজটার কালো জীর্ণ ভিং,—
ভূতের মত যে ভয় দেখায় আর রক্ত চুষে খায়,
স্বপ্ন দেখিয়ে, স্বপ্নভঙ্গে আর হতাশায়,
তাকে ভাঙুক না বুকের পাঁজরে তৈরী কান্নার হাতিয়ারে।
আসবে নতুন আলো, নতুন দুনিয়া,
আবার—
বাঁচবো নতুন করে'।
ভালবাসবো নতুন ভোরে।

স্মরণ

পুনরাবর্ত্তন

স্মৃতির ভ্রমরদিন বেদনার পরাগে ধূসর,
গুঞ্জরিত বৃত্ত আঁকে পরিত্যক্ত প্রণয়ের 'পর।
আরবার ফিরে এলো দোলপূর্ণিমার রাত্রি। আবীর রঙানো লালে লাল
হৃদয়ের আদিম অরণ্য হতে ভেসে এল প্রতিধ্বনি। কালের রাখাল
ডাক দিলো দিনশেষে। স্বর্গচ্যুত বিস্মৃতির দেবকন্যাদের
আবার জড়ায়ে ধরি। প্রগল্ভ চুম্বনের বাঁধ ভাঙ্গি ফের।
কালের লেখনী লেখে অবিশ্রাম নবলিপি যদি
এ স্বাক্ষর মুছিবে না কিছুতেই, এ দর্পণে মায়া-বিম্ববতী!

তুমি আর আমি আজ অনেক ক্লেদের পঙ্কে আকণ্ঠ-পতিত।
তবু দোলপূর্ণিমার রাত্রি আসে, অম্লান স্মৃতি-সুরভিত।

প্রেম বলাকার দল বারে বারে স্মৃতি-হ্রদে নামে,
ক্ষণিক যৌবনস্বর্গে অমরতা থামে এসে সাম।
স্মৃতি সরোবর হল চঞ্চল মরালীর ডানা উল্লাসে,
অতীতের নীল নৌকায় ভেসে কে আসে গো, কে আসে?
সুখ স্বপ্নের নিদ্রা আমার এরা করে খণ্ডিত,
আমি বিস্মিত ব্যথিত, মর্ম্মাহত।
কি করি, কি করি, কোথায় লুকাই, এরা জানে সন্ধান,
প্রতি গোপনীয় চিন্তাকক্ষে এরা উড্ডীয়মান।

ক্ষমা প্রার্থনা করি।
সত্যভ্রষ্ট কঠিন এ স্মৃতি দাও দাও বিস্মরি'।

সান্ত্বনা

আমি আছি তোমার সাথে এক আকাশের নীচেই,
এই তো আমার সুখ,
এই কথাটি তরঙ্গিত আমার সুখে দুখে,
এ আশ্বাসে ভরা আমার বুক।
চেয়ে আছি,—তারা খসা বিরহরাত বেয়ে
পার হয়ে দূর স্মৃতির সিংহদ্বার,
এল তোমার স্পর্শ সরস, এইতো অহঙ্কার
ব্যথার বীণায় অনাহত সুরের মূর্চ্ছনা,
তোমার স্মৃতির গান যে বাজে। এইতো সান্ত্বনা।

স্মৃতির আকাশ

বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে আকাশের দিকে তাকাই।
কী অজস্র তারার ভীড়! তাদের কোলাহল, কৌতূহল।
এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অসহ্য, অসহ্য। কোথায় পালাই!
সহস্রচক্ষু ইন্দ্রের মত তোমার স্মৃতি। জ্যামিতিক পরিমিতি
তোমার মনের অসীম বিমুখতাকে মাপতে পারে না।
হঠাৎ ভুল হয়—এই তো পাশেই তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়,
—তার পরেই অসীম শূন্যতা। এ রিক্ততা মুছবার নয়,
আর সারা আকাশ ভরে' তারার অক্ষরে তোমারই নাম।

গতবসন্ত

যা কিছু দেবার ছিল, দিয়েছি তা হেলায় খেলায়।
অন্যমনে ফুল ঝরে, ফুল ঝরে কত ফাগুনের।
পায়ে পায়ে মাড়িয়েছি ঝরানো বসন্ত,
দানের উৎসবে তুমি যা নিয়েছো ভিক্ষুকের মতো।

আজকে এ মেঘে ঢাকা মন খোঁজে বিস্মৃতি এড়িয়ে
সময়ের ঘষাকাঁচে তোমার বিবর্ণ ছায়ামুখ।
বর্ষার কদম্বে, কেয়ায়, তীব্রগন্ধী এ ডাক
কালের বৃষ্টিতে নিঃশেষে ধুয়ে যাক।

সেদিনের ঋণ আর মেটাবো না,
শুধব না দেনা,
কেবল বাতাসে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস
ব্যর্থতার হাহাকারে জেগে রবে।

আর তো কিছুই কিছু না।

বেতারে বেহালা

বেতারে বেহালা বাজায় কে ?
লাজুক সুরে, বারবার থেমে থমকে।
প্রথম প্রণয়ভীরু অস্ফুট কাকলী,
   আমারই কিশোর প্রেমের
   ধীরে ধীরে ফুটে উঠল গানে।
প্রেম তখন সবে সুরু, টলমল স্খলিত চরণে পথহারা,
লজ্জার অবগুণ্ঠনে কুণ্ঠিত তার বাণী।

তাল দ্রুত হয়ে উঠল নাচের ছন্দে,
প্রেম যখন কৌতুক, হাস্যে, লাস্যে, উজ্জ্বল
পলাশের রঙ ছড়ানো উল্লাসে।
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে করুণ সন্ধ্যার মূর্চ্ছনা,
আর বুকের জোয়ারে উদ্বেল বাজে তোমার গাওয়া গান
তোমারই সুরে সুরে
বেহালা বাজছে বেতারে।

কথা

'কেউ কাছে নেই তবু বলা —সেই বলা তো চিরকালের।'
আমার বলা নগদ বিদায়, হাতে হাতে দিনে দিনে।
আজকে তুমি অনেক দূরে, হাওয়ায় কাঁপে পাতা শালের।
প্রতিদিনের ছাপ মুছে যায়, একটি স্মৃতি জাগে মনে।

গেয়েছিলেম করতে তোমায় অমর, রেখায়, পটে।
কোথায় তুমি, কোথায় আমি। মাঝে মোদের বিরহ দুস্তর,
এই পশরার দাম কোন নেই স্মৃতি-ধূসর হাটে,
অলকাতে পৌঁছাবেনা রামগিরির এই স্বর।

কত রাতের স্বপ্ন আমার, বিফল চোখের জল,
তারাই কেন মনের পটে বারে বারে ফিরে আসে
কালো মেঘের চোখের কোণায় কাঁদন টলোমলো।
এমনি কালো কাজল সেদিন, ছিলে আমার পাশে।

একলা

কবিত্বের উপাদান সমস্ত মজুদ।
বিশেষ যখন নীল মেঘে মেঘে আনত দশদিক।
ক্লান্ত বৃষ্টির কান্না আর গাছের পাতার ছট্‌ফটানি।
অন্ধ দৈত্যের মত বিশাল এই ভার।
এই নীরন্ধ্র অন্ধকার নিয়ে কবিতা লেখা যেত,
কিন্তু সবই আবেগহীন তোমাকে ছাড়া।

কত বর্ষা বিচ্ছেদে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হলো।
এই ঊষর মনোলোক আজ রাত্রির মত শান্ত।
শুধু এই বাদল রাতে নিঃশব্দে প্রার্থনা জানাই
সঙ্গীহীন এই ক্রন্দসী, পৃথিবীকে।
অশ্রুবন্যায় সবুজ পৃথিবী ভেসে গেল,
আর বাজে পুড়ে যাওয়া বটগাছের মত, আমি,
একলা দাঁড়িয়ে আছি,
এই রুক্ষ, রিক্ত বিরহের মরুভূমিতে।

এ বর্ষা আমার বর্ষা নয়।

নরক

সুপ্তিও অজ্ঞাত মোর। সুখময় রাত
নির্দ্দয় আমার 'পরে। এ রাত্রি বিস্বাদ,
আনে না স্বপ্নের ছলনা। কেবল তুমি,
তোমারি চিন্তার বিষে এরাত্রি উন্মাদ।
প্রতিরাত্রি নরকের। এর থেকে মুক্তি নেই,
ছুটী নেই। অবকাশ নেই। অক্টোপাস এক
আমার সকল চিন্তা জড়ায়ে রয়েছে।
যদি দিনে কাজে ভুলে থাকি, তাহ'লে সে
হিংস্র শ্বাপদের মত চুপে, অন্ধকারে
বসে থাকে। দিনশেষে অসতর্ক মনে
ঝাঁপ দিয়ে হৃদয়ের রক্ত চুষে খায়।
পুষ্পিত বৃক্ষের বুকে অবিচল ভ্রমরের মত
ভয়াল সুন্দর এক অভিশাপ, অনড়, অটল।
"এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।" মৃত্যুই বিস্মৃতি।

কেন্দ্র

'তুমি কেউ নও আমার।' দুঃসাহসিক
নির্লিপ্ততায় বলেছি—'তুমি কেউ নও।'
যখন শালের বনে প্রথম ফুল ঝরল,
আমি মহুয়ার রঙে রাঙিয়েছি মন,
আমার কাব্যে ঢেলেছি মহুয়ার মদ,
সে আত্মবিহ্বলতায় কোথায় তুমি!
সৃষ্টির মহাশূন্যতায় ভেসে চলে রূপের অপ্সরা
তৃষ্ণিত নয়নে দেখি। মিনতি ভোলে সে হঠাৎ।
কখনো বা রূপে, কখনো কুরূপের প্রগল্‌ভতায়,
ধূসর শ্মশানে শকুনের দল লুব্ধ প্রতীক্ষার ছবি,
অথবা বর্ষার কদম্বে বৃষ্টির পিছলে যাওয়া গান।
শিল্পীর গোপন তীব্র যন্ত্রণায় দীর্ণ হই,
আর জন্ম নেয় নির্জনে এক মহান কাব্য।
তখনই মনে পড়ে না, তুমিও আমার।
অন্ধকারের তারায় তারায় মন আমার
রুদ্ধ আবেগে উল্কার মত জ্বলতে চায়,
ভোরের আলোয় ফোটা পদ্মের ভাষা
কত যে সহজ। অথচ আমি তো
আলেয়ার মত, তাকে ছুঁতে যাই, পারি না।
আমি তোমার নই তখন, যখন
ইজেলে রঙের পরে রঙ ছড়াই। ছড়ায়
আনন্দের শতদল পাঁপড়িগুলির সঙ্গীত।
আত্মহারা ডুবে যাই, ভুলে যাই গলে যাই।
আর তারই পরে নিস্ফলতার যন্ত্রণায়

একলা কাঁদি ব্যর্থতার শূন্যতায়— ।
অন্ধকারের তারা খোজে ভোরের কাকলি ।
তারপর । মৃদু শান্ত হাসিতে আমার মন ভরে দিয়ে
কখন তুমি চলে গেছ, ব্যস্ত জানিও না ।
অন্যমনে যেমন ঘটে । যেমন আকাশ,
যেমন বাতাস ভুলি । কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডল যেমন ।
এ কথা জেনেছি তিলে তিলে, পলে পলে,
যখনি তুলির টানের জোয়ার গেছে নেমে,
ভোরের অপ্সরী আঁচল উড়িয়ে চলেছে অথবা,
নিস্ফলতার অতল গহ্বরে মুখ রেখে জেনেছি
তুমি নেই, তুমি নেই । সৃষ্টির যে রেখা, রঙ
ছড়িয়েছিলে আমার মনে, আমার দিনে,
আমার রাত্রের বিহ্বল যৌবন-আকাশে,
তাইই সাতরঙে ঝরেছিলে কবিতায়,
রঙে ও রেখায়, ছবিতে, সঙ্গীতে । আর আজ
এই স্তব্ধ অন্ধকারে বসে স্থির জানি,
'সবচেয়ে সত্য শুধু, তুমি কাছে নেই ।'

মনে পড়ে

ঘুরে ঘুরে তার মুখ স্বপ্নের মতন মনে পড়ে।
সব কাজে। সব অবকাশে। নীল আকাশে বাতাসে
তার মুখ মিশে আছে। তাই লাগে জগৎ সুন্দর,
অর্থবহ, দ্যুতিময়। সব কিছু ভাষার ওপারে,
নির্জন মনের প্রান্তে যবনিকা পারে বসে আছে
স্থির প্রশান্তির মত। আকাশের সূর্যে৷ তারই
লাবণ্য বিস্তার। কেন্দ্র-বিচ্ছুরিত তারই তেজঃপুঞ্জভার
ছড়ায় চৌদিকে। আর জড়পিণ্ড প্রাণ হয়ে ওঠে,
দিন নটিনীর ছন্দে নেচে চলে। রাত হয় গান।
নিঃশব্দ চুম্বন রাখি তারই মুখে ঘন অন্ধকারে।
তার সেই মুখ আজ স্থির শান্ত ছবির মতন।
ভালবেসে, তারপরে সে ব্যথার তীব্র যন্ত্রণায়
সুখের বিহ্বলস্পর্শে ভীরুর মতন সরে এসে,
সমুদ্রকল্লোল রুদ্ধ হৃদয়ের প্রান্তে একা বসে
চক্রবাকমন জেগে থাকে। তারই ঝিরিঝিরি স্বর
গভীর রাতের প্রান্তে বাতাসের স্পর্শের মতন
ঝর্ণার জলের 'পরে মৃদুস্বরে কত কথা কয়।
ভয়ে কাঁপি, নিঃশ্বাসের ভারে যদি তার
সুর ভাঙ্গে। স্মৃতির এ স্বপ্ন যদি নাই থাকে আর
এ জীবন মৃত্যুসম হবে অর্থহীন। সে যে আছে
হৃদয়ে আমার, তাই বেঁচে থাকা সাধ্য মনে হয়।
একখানি করুণ সুন্দর মুখ ছায়া মেলে আছে
বাস্তবের রূঢ় রৌদ্রে। রুক্ষ দাবদাহে।

যেমন ভোরের হাসি ঝিকিমিকি একা জেগে থাকে
সুনীল জলের ঢেউয়ে রৌদ্রকে এড়িয়ে। তেমনি সে
ভরে রাখে স্নিগ্ধ এক অপার্থিব আলো দিয়ে
আমার পৃথিবী। তুলে উঠি বসন্তের লতার মতন,
নব ছন্দে গান গাই, প্রাণ পাই। বাঁচি, আমি বাঁচি।

যদি কভু স্তব্ধ থাকে মনোলীনা সুরের ঝঙ্কার,
তবু তারই বাণী আনে অন্তরের অকথিত অন্ধকারে
আমার কবিতা। তারই দৃঢ়মূল হ'তে অলক্ষ্যে সঞ্চারে
প্রাণবৃক্ষে অফুরন্ত অনির্ব্বাণ শক্তির উৎসার।
অচেতনে জানি, জেগে আছে সেই মুখ মোর মনে।
সেই মুখ মোর মনে। রাত্রির ধেয়ানে।
দিবা তপস্যায়। রিক্ততায়। চিত্তের ঝঞ্ঝায়।
দীর্ঘ অবজ্ঞার হাহাকারে। গভীর ক্লান্তির পরপারে
সেই মুখ হাসি হয়ে জেগে থাকে। বেদনার দানে
ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করে মন। এই মোর জীবন মরণ।
আমি তারই প্রতিচ্ছবি। হৃদয়ের দর্পণেতে তাই
আমাকে দেখিতে যাই, তারই মুখ দেখি।
কার মুখ? তারই মুখ। স্বপ্ন ও জাগর
সত্য মিথ্যা সকল এড়িয়ে। সবকিছু শেষে
ধ্রুবতারা সম তার মুখ জেগে থাকে।
আশা ভেঙ্গে গেছে, শুধু দূরাগত সুর,
একটি ছবির মত হাসি জেগে আছে,
তাই মোর প্রাণাধিক, তাই মোর ভালো,

বিচ্ছেদের দাহনের শিখা জ্বলে ধেয়ানের আলো
একদিন এ স্বপ্নের শেষ হবে। এই পৃথিবীর
জাগর স্বপ্নের জাল বোনা ছিঁড়ে দিয়ে
চলে যাব অন্ধকার হতে অন্ধকারে,
তুমিহীন তমিস্রার জীবনের পারে।
সেখানে কি দেখা হবে? একান্ত উৎসুক
সেখানে দিবে কি ধরা স্বপ্নলীন মুখ?

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?

তোমাকে জানতে গিয়ে জানলুম
এক অজানা পথের প্রান্তে তুমি দাঁড়িয়ে।
তোমার ছোঁয়ায়, মুখের কথায়,
আভাস কার, কোন অধরার,
ভোলায় সে যে মরীচিকার মায়ায়।

তোমাকে ভালবেসে জানলুম
এ প্রেমের ভূমিকা অসীম,
কোটি সূর্য-গ্রহ-তারার চলাচলের পথের যাত্রী তুমি,
আমি তারই ধূলিকণা মাত্র।

সীমায় তোমায় ধরতে চেয়েছি,
বারে বারেই মুঠি হয়েছে লজ্জিত।
তুমি অসীম, তুমি অরূপ,
তুমিই আমার ভগবান।

অনুবাদ ও অন্যান্য কবিতা

बीत गई रात

("एकटि रात" बंगला कविता का हिन्दी अनुवाद)

गुमसुम गंगा का तीर,
छोटी छोटी लहरिंया सिर्फ अस्थिर।
चाँदनी की झिलमिल पुनम की रात
हम दोनों बैठे हाथों में हाथ।
बीत गई रात, ऐसाही जाने दो, जाने दो।

देखो गंगा की दूर किनार,
परि की अधंखिलि घूंघट छाया फैलाई।
तू मेरे है नजदीक, तब भी मुझसे दूर।
इस रात की कोई भाषा नहीं, है मीठा सुर
बीत गई रात, ऐसा ही जाने दो, जाने दो।

यह रात तो बीत जायेगी तुम भी जाओगे दूर,
पुनम की चाँदनी को छिपायेगा अन्धेरा।
अकेली फिर आऊंगी रोऊंगी इस जगहपर
मुखरता बुलायेगी मौनको,
"बीत गई रात बीत गई रात" :

हम दोनो

("द्वैत" बंगला कविता का हिन्दी अनुवाद)

स्मरण के रेकर्ड प्लेयर में बजता है बारबार
मेरे विवर्ण दुनियां का सूरज
सूरभरी सूरभरी वेदना की रसभरी
रंगभरी रंगभरी वर्णों का विस्तारों में
तू शामका क्लान्त इमन और सुबह के भैरवी की विपन्नता
हम देखते है हम देखते है तेरी तसवीर।

तेरे पोर्ट्रेट पे
शान्त विषाद की रंगभरी मेरी तुली
एक शान्त विपन्न दुनियां में, जिसमें कोई आवाज नहीं
वहां क्षेम शान्त नदी का दर्पण तरंगहीन
तू चिरउज्ज्वल समय का विस्मृत केनभास में।

सत्य से अधिकतर सत्य है वे स्वप्नों की फसल
किसान जैसा सबल हाथों में
काटता है पकड़ कर सुनहला धान,
ऐसा ही मैने बन्दी कर रखा तेरी स्मृति
यह तुम झपटकर नहीं ले सकोगे।

MORE THAN ENOUGH

'Translated from the Bengali poem "PARYAPTA".)

To quote from Tagore
"My homage to thee,
Oh lady of the house !"
"Who wears a red-bordered sari
And puts a redmark on her pretty
forehead"

But have I not seen them ?
From childhood trained to hang on men,
Busy for hours with all possible and impossible
hair styles,
Under which no brain exists
Except the instinct to grasp a man like an octopus
Time brings only age and not the polish of
intellect.
Even then the poet sang,
"My first and last song for thee !
Oh lady of the house."
Goodness gracious ! What the older generation
of poets
Could find in them !

I am a mordern girl.
A beauty. But the bank balance of my father
Cannot add a dowery
To brighten and heighten it.

I know it from the time when hopes ripen
So my insistence on more and more reading
Of great man's mind. Infact, (to be frank)
I am trying to get a good degree.
Yet, I must admit, I love books
And it is my profession too,
That is, I am a school teacher.

No hope of marriage.
And with it must be added,
A few unsuccessful love affairs too.
One was almost genuine,
(It was the first love, you know).

I almost broke down in dispair and shame,
But the mental world, saved me.
It said, "Rise and look at the big wide world.
The civilisation is not yet complete and perfect,
In spite of all our efforts.
Look at the imperfect, the blind, the leper,
Who constitute this imperfect world.
Come ! be one with them. Rise !
And make them rise out of the mire."

"Really it can't be tolerated,
The imperfection of our modern world must go'
With a new vigour I started the giant work.
By the time, I am an old maid. Future blank,
Irritated temper of a school teacher..."

"Stop, stop," thundered out the God of Fate.
"Add no more to your complaints.
Here is a boon for you. Next rebirth will be
To your choice. Provided you
Believe in it. You Modern Miss !"

I was shocked even in my dream, and said,
"If there be rebirth, On God of Fate,
Let me be a mordern girl again,
A complex full-grown human being;
Than to be a girl only,
"Who wears a red-bordered 'sari',
And puts a redmark on her pretty forehead."

HYPER-CONSCIOUS

(Translated from the Bengali poem "OTICHETAN"

I've heard that you love me,
I've heard it a thousand times
And who knows ! perhaps I too said in an
absent mood

"I too love you" and
The bashful cowardly mind of yours
At once brightened into bravery
To kiss me a thousand times.

Will you think it over again ?
Will you pause and think
Do I ever owe this love to you ?
Whom are you calling ? Oh dreamer ?
Is not this love a skeleton, a ghost in disguise
Tingling with the ornaments of youth
Oh ! my flower basket is full of red flowers of
life itself
And I owe it to Death.

Do you love my soul, or the body beautiful ?
Dear be clear, be more calm and think anew
Here goes the whole history
Behind the heart that cheers.

"A pair of dark blue mysterious eyes."
Alas ! the charmer and the charmed !
The curved corner of these eyes
Will have tomorrow
Ugly colourless broken lines of sorrow
And that ugly face of mine
Will return to dust. The day is near
Now my dear, if you can ponder
If you can calmly face the loss that is yours,
Love my transient beauty
I don't object to that.

Dust will go unto dust
But, ah, the love, too, will fly away,
The passion that wrapped me in a whirl of kiss,
Will clog into satiety.
This is neither mine nor yours.
A blind, blind fury is raging all around.
Let that darkness be darker, oh God,
Let the deepest allurement lure my sight,
Don't allow me a moment's respite,
Don't say any more wise mens' words
Don't say whether you love the body or soul,
The fury, the blind passion that is surging
all around,
Let its fulfilment be found.

Mother Nature wants to light a brighter lamp,
From the flicker of the youth,

It is she, who has smeared my eyes
With the rainbow tint of passion.
And the dust has turned into gold.

Oh mother ! in vain have I tried to escape you
Is it colour ? No, it is a void. It is sheer madness.
We two are floating in an endless sea.
The sound heard from the void abobe
Is the mocking irony of love,
Mocking and grave and serious.
We are helpless, we are listening with
unsatisfied desire !
Oh my love, my boatman, give up
Your vain attempt to steer the boat,
Let it go anywhere, everywhere.

Mother, I bow to thee !
I don't know when the table has been turned,
The auspicious moment of conversion,
From a sceptic to a devotee--
In the temple of Love.

Neither body, nor soul, it is not they
Who are concerned,
Mother, it is another laurel added to your triumph
That I have conquered my lover's heart.

A defeat, a defeat, a vile defeat !
Yet I sing in joy.

Mother, you have taken my whole, my soul
Yet I receive back
That which is far more precious. Again,
Pain turned into bliss and bliss merged into pain.

Then !
Come again,
Tell me that you love me ; a thousand times
Let your kiss be showered a thousand times
On my trembling lips.

THE ALCHEMY OF LOVE

You have changed my days into nights,
My nights into dreams,
And the dreams are the dreams of you, my love !

You have changed the prosaic world
Into pure poetry,
Poetry into lyric love-songs,
And the songs are the songs of you, my love.

You have taught me to see through the world
of sense,
To dive into the inner depth of mind,
The psychic world, a land overflowing with love,
And you are the king, the one, the all in it,
my dove !

THE PERFUME

When the perfume of the evening spreads
o'er the languid sky,
When the hills turn into shadows, into blue birds,
and try to fly,
The mind is in nowhere's land and in the
soft silent air,
The stars drop one by one like fading flowers
And kiss my fevered forehead,
And darkness wraps me like a lover's kiss,—
Then I remember you, my long lost love !
But without the bitter pangs of pain that was
ours

Itintoxicates, the enchantress, the Eve,
Flooded with memory, as if in a dream.

"Let Your Heart Be Mine And My Thine"

(यदिदं हृदयं तव, तदिदं हृदयं मम)

A sacred tying of hearts is going on
"The light that never was in sea or land"
Is supposed to be reflected in multicoloured
electric lights
Heightened by the chanting of Sanskrit hymns,
Glamourized by the bride's Hollywood make up,
And the bridegroom thinks,
"Shall I ?'
Or shall I not be able
To solve the riddle of her heart ?
Let it be so, for there is no way out,
Amidst thoughtless laughter and shout,
And the prosaic pros and con of the world's
estimation
We agree to tie a holyknot.
Before God,
To lead a conjugal life,
May be leading straightway
To a dreamland or a dreary dull life ?
Why so much pomp and revelry,
I think, I worry.
Is it to whitewash our lot ?
Is it a sinister plot ?
What the priests are chanting ?
Is it a lamenting ?
Do I know really ? That I don't know."

The bride sweetly chants the hymn
"Let my heart be thine" and thinks,
"Is is to be your slave, or to be your queen,
To enoble you or you to ruin,
Or to be the partner
Of the social dull routine ?"

Let me hope, it will be alright,
In spite of the married couples in sight,
"I give me to thine".
"Do I give really ? That I don't know."

THE LAMP OF LOVE

(On reading the poem "The Lamp of Love" written by D. R. Bendre in Kannara.

It was a Sravana full moon,
Who, all alone
Crossed the vast expanse of the lonely sky
Wearing the saffron robe of a monk
Flooding the river Jumna, with a song lovelorn
I stood on the bank abobe,
And remembered you, my star-crossed love.

Happy couples were they, who floated the
lamp of love
Hands in hands, in united pair,
The lamps danced on the waves and were gay,
But I stood alone.
And with my trembling maiden hands,
And with a love-sick heart of twenty-three
I floated a lamp for thee.

There was no hand to join my offerings
I.looked at the sky, at the lonely moon,
And looked at the bashful hesitant flickering,
O fan unk iown voyage of the lonely lam p.
Across the Jumna I floated the lamp, my dear,
The lamp of never-ending prayer,

"Will it be able to reach you far ?

Will you remember me ? Will you hear ?
Will it be able to cross
The vast river of separation, my dear ?"
"No, not here."

Yet I gazed and gazed,
On the voyage of the lonely lamp
Trying to reach the other shore,
And then,
Seen no more.

জীবনের গান

(ভি. কে. গোকাক লিখিত কানাড়া কবিতা "ভাবগীত" হইতে অনূদিত)

একটু থাকো, আনবো তুলে একটি ছোট মল্লিকা।
ভালবাসার চিহ্ন রেখে ফিরবো আমি একা।

চলার পথে পার হবো সাত দুর্গতোরণ দ্বার,
হানবো পথে দুঃখ অগাধ, বেদনা অপার।
দুঃখ জয়ের সাধন আমার, এই জীবনের সার ॥

আকাশ ভুবন দেব পাড়ি, গ্রহতারার পারে,
পথহারা যে তারা পথে, পথ দেখাবো তারে,
আমার মনের আলো দিয়ে, হানবো আঁধারে ॥

যে গান গেয়ে যাই চলে যাই, যে সুর বাজায় মন,
হার মেনে যায় গানে মাতাল ভ্রমর গুঞ্জরণ,
হার মানে দেবকন্যার মৃদু মৃদঙ্গ-নিঃস্বন ॥

লক্ষকোটী জীবন ধরে এই আশাতেই চলা,
হয়তো হবো পূর্ণ আজি—অসীম তৃষার ডালা
হয়তো হবে সফল আজি। জিনব জয়ের মালা ॥

একটু থাকো, আনব তুলে একটি ছোট মল্লিকা,
ভালবাসার চিহ্ন রেখে, ফিরব আমি একা ॥

(মূল কানাড়া কবিতা বাঙলা হরফে লেখা) ভাবগীত বা Song of Life

লেখক—ভি. কে. গোকাক

ইল্লে ইরু আল্লি হোগে মল্লিগেয়েন্নু তরুবেণু।
অহকেন্দু নালুমেগৌন্দু গুরুওনিরিসি বরুবেণু॥
ওদামেলে সওবেইকু এলুকোটে দ্বারয়ু।
দ্বারিএল্লি তীরদন্থ দুঃখবিহুদু পারয়ু।
সাধিস্থপ্ত জয়িস্থয়দে বারিবদর সারয়ু॥
ইল্লে কোবুদহু নোয়ু ফলিসদহু ইয়াত্তনে।
ইল্লি নিত্যকওেওতিহুদু নাল্ল জীবচেতনে
ইন্নু মরাগিস্থ মরাগিসরেন্নু অদব মহতিনে॥
নবগ্রহগড় নাওদাটি মুগিল গড়িয়া মিরিযু।
দিক্কু তপপুতলেরা তাড়গলিগে দ্বারে তোরিয়ু।
কত্তাজিমদিতামদাল্লি ইদিয়ু বেড়েকো বিবিয়ু॥
গান উন্মাদল্লি নাউদ বাজভৃঙ্গয়ু।
দেবকন্যকেয় নুড়িসঅহু মৃদুমৃদঙ্গু।
ইন্তুকু হবিদু নদেরলরিয়ুয ভাবনাতরঙ্গয়ু॥
কোটীবরচদাচে জেনিসিদহু জীবদাশা।
তীর বহদু হিঙ্গ বহদু, অংদেনা পিপাসা।
ইন্দেরুচির য়াগ বহুদু নান্ন নীবরেসবু॥
ইল্লে ইরু আল্লিহোগে মল্লিগেয়ন্নু তরুরেণু,
নেহকেন্দু নালুমেগৌন্দু গুরুওনিরিসি বরুবেণু॥

গুরুদেব

(প্রখ্যাত কবি শ্রী ডি. আর. বেন্দ্রে লিখিত 'গুরুদেবা' নামক কান্নাড়া কবিতার অনুবাদ)

ক্লান্ত আমরা বাক্যচয়নে, ক্লান্ত কথার জালে ।
অনিন্দিত আনন্দের সঙ্গীত তোমার ।
ঐশ্বরিক প্রতিভার কোন ইন্দ্রজালে,
গুরুদেব ! বাজে তব সুরের ঝঙ্কার ॥

সহজ ছন্দে ছন্দিত তুমি, তুমি শিশু ভোলানাথ !
সুরবিহঙ্গ ! দৃষ্টি তোমার অচপল তারকার ।
প্রকৃতির তানে নৃত্যমুখর ; সূর্য্যজ্যোতিষ্মান ।
গুরুদেব ! পুষ্পসম বিকাশ তোমার ॥

হৃদয় তোমার দুলে ওঠে পাকা ফসলে,
খেলার তালে মেতে ওঠে ভরা বাদলে ;
বৈশাখেরি দহন জ্বালায় পূর্ণ তোমার প্রাণ,
চাঁদের হাসির আলো তোমার আনন্দিত গান,
জবায় হানে যৌবনেরি প্রেমের অভিসার,
গুরুদেব ! হিল্লোলিত পবনের হৃদয় তোমার ॥

পূর্বদিগন্ত পারে উদয় তোমার,
পশ্চিমে শেষ বিজয় যাত্রাগতি ।
সঙ্গীতে তব পরিণত পরিচয় ।
সমাপ্ত কীর্ত্তিতে জ্বলে জীবনের ক্ষয় ।
গুরুদেব, দ্রষ্টা তুমি, দৃষ্টি এ ধরার ।

(বাঙলা হরফে মূল কানাড়া কবিতা)

গুরুদেবা

ডি. আর. বেন্দ্রে

মুডিদ বেসত্তাগ। ডুডিদুডিদু সত্তাগ
জনক হিগগিন হাত নিডাক
নিন্নাগ আত্তাক। নিম্মাগ হাডাক
পডেডু বন্দব বেকু গুরুদেবা।
মক্কল গ্যাডীডি। হক্ক নাগি হাডীদি
চিক্ক্যাগি নোডীদি গুরুদেবা।
বক্যাগ কুনিদীদি। বেলকি ন্যাগ ভনদীদি
হুয়াগি অগ্নীদি গুরুদেবা।
ধোলয়াগী সাডীদি। গাল্লাগ বীসডীদি—
মলিয়াগ কুসাডীদি গুরুদেবা।
বিসস্থল নু উণ্ডীদি। বেলদিং গল কংডীদি।
চলিমদ্দ্‌ কোংডীদি গুরুদেবা।
মুডলক মুডীদি। পডুবলক ওডীদি
দিক্কেল্ল কুডীদি। গুরুদেবা।
হাডি হগ্লাদি নী। জগদ কগ্লাদিনী।
ডু ডিডু যগ্লাদিনী গুরুদেবা।

এই আকাশের ধরণীর মোহানায়

(ভি. কে. গোকাক লিখিত কাব্যগ্রন্থ "The Song of Life" হইতে By The Skyline কবিতার বঙ্গানুবাদ)

এই আকাশের ধরণীর মোহনায়।
আকাশ যেখানে ধরায় মিলিতে চায়।
সেখানে আকাশ ধরণীর কানে বিদায়ের গান গায়।
বন্ধু! তোমরা আমাকে দাও বিদায়!

ভুলব না আমি তোমাদের ভালবাসা।
তোমরা আমারি হৃদয়, আমারি মন।
তোমাদের প্রেমে উজলি' জীবন, কাব্য গুঞ্জরণ।
বিদায়ের ক্ষণে বেদনা-বিধুর ভাষা।

তবু এ বিদায় এ মোর প্রত্যাশিত,
ঘরে ফিরে আসা হবে আরো মধুময়,
এই বিরহের ক্ষণিকের দোলা, ব্যথিত, মর্মাহত,
পুনর্মিলনে আরো উজ্জ্বল হবে,
বন্ধু! মোদের মিলনের উৎসবে।

জান কি বন্ধু! জীবন চলেছে অজানা নদীর স্রোতে,
বাঁধিতে চেয়ো না, হয়তো স্রোতের উৎস শুকায়ে যাবে;
অনুকূল বায়ু, স্রোতের উজান, এই তো পাথেয় পথে।
তারপরে আর যা ঘটে ঘটুক, তরণী ভাসাতে হবে।
তারকা আকাশে রহস্যভরা, পথনির্দেশ কয়,
তরঙ্গ সাথী, তরী দোলে নির্ভয়।

জান কি বন্ধু! ভাগ্য কেবল ইন্দ্রধনুর খেলা?
রবির কিরণে বাঁধিতে চাহিলে সে হবে কুহেলী দূর,
মেঘে তারে ঢাকো, সে রবে অধরা, ভার হবে তারে মেলা।
আনন্দে তারে আহ্বান করো, রাঙাও অশ্রুধারে,
হাসির অশ্রুর সাতরঙ্গে রাঙা উদিবে জ্যোতির্ম্ময়
ইন্দ্রধনুর তোরণ আকাশে, জীবনের গাহি জয়।

এই আকাশের ধরণীর মোহানায়,
আকাশ যেখানে ধরায় মিলিতে চায়।
যেখানে আকাশ ধরণীর কানে বিদায়ের গান গায়।
বন্ধু! তোমরা আমাকে দাও বিদায়!

কবিবন্ধুকে

(ডি. আর. বেন্দ্রেকে)

(ভি. কে. গোকাক লিখিত ইংরাজী কবিতা To a Poet Friend এর বঙ্গানুবাদ)

ভাগিয়েছিলেম জীবনজলে ছোট্ট আমার নৌকাখানি পাতায় গড়া,
ভরল তাকে তোমার মনের অতুল বিভব। পণ্য হোল রত্নঝরা।
সাগরজলে ভাসল তরী। গান যে হোল নূতনপথে বৃহৎ অর্থভরা

ঝরণা! তোমার অথই জলে আমার মনের অগাধ সঞ্চরণ,
গভীর হতে গভীরে যাই, গভীরতর অতল তোমার মন।
এই জীবনের মরুর পথে তুমি, স্রোতস্বিনীর স্নিগ্ধ আলিঙ্গন ॥

একতারাতে তুলেছিলেম সুর, বাজালে এ বীণা সপ্তস্বরে।
হয়তো ছুঁয়েছি রূপঅপ্সরীর বস্ত্রাঞ্চল অন্য মনে কখনো বা ভুলে ॥
তুমি মোর হাত ধরে নিয়ে গেলে জীবনের গোপন মন্দিরে,
তুমি তারে ডেকে এনে দিলে তারে মোর কোলে তুলে ॥

বন্ধু! যে দেশে নিয়েছিলে ডেকে, সেখানে আকাশ অসীমে লীন,
বাতায়ন খুলে দিলে, দেখা দিল অপরূপ সমুদ্র আকাশ।
আমার এ হৃদয়ের অতল শূন্যতা জ্যোতিঃহীন
উন্মোচিল তারাভরা আকাশের আলোর নিঃশ্বাস ॥

নির্ব্বাসিত হে গন্ধর্ব! অজানা পথিক ধরণীতে।
এ আঙ্গিনা, গৃহকোণ, ভরে দিলে স্বর্গের জ্যোতিতে
অমর্ত্ত্য বাণীর তরে ব্যাকুলতা এনে দিলে, মুগ্ধ যারা গীতে ॥

নির্জন সমুদ্রতীরে তুমি এক সাথীহীন রক্তরাঙ্গা ফুল,
সূর্য্যের দাহনে তুমি ফিরে হানো আপনার লাবণ্য অতুল।
আত্মতেজে দীপ্যমান, আপনার অন্তরের ঐশ্বর্য্যে আকুল ॥

জানি না, হয়তো আমি তোমারি ফুলের এক পরিণত ফল,
পুষ্পের হৃদয় দীর্ণ, পরিপূর্ণ, উত্তপ্ত চঞ্চল।
আমার সৃষ্টির বীজ, এ পুষ্পের বেদনা অতল ॥

ঈর্ষ্যাবিষে জর্জরিত পৃথিবীতে নির্ভয় এ কার্ম্মুক টঙ্কার।
তুমি তার ক্ষমতার বেদী ভেঙ্গে কর চুরমার।
তুমি তার অন্তরের শূন্যতায়ে অবহেলে হেনেছো ফুৎকার।

যারা যুগে যুগে এই ধরণীতে খুঁজেছে পথের দিশা,
তাঁহাদের সাথে তুমিও চলেছো ঘুচাতে অমার নিশা।
একদিন ধরা চিনে নেবে তারে। বরণের ডালা তার
নব-ঈশ্বর-পুত্রের তরে সাজাবে জয়ের হার ॥

স্বাধীনতা দিবসের প্রার্থনা

(ভি. কে. গোকাক লিখিত ইংরাজী কবিতার অনুবাদ)

এই হোক আমাদের দৃঢ় প্রচেষ্টা।
এই হোক আমাদের প্রার্থনা, বন্ধু।
আমাদের গতি সময়ের সাথে রহুক অব্যাহত ;
আমরা চন্দ্রসূর্য্যতারার পথের সাথী।
আমাদের দেশ মহামানবের চরণচিহ্নপূত,
ভুখামানবের মিছিলেই যেন না হয় রুদ্ধ গতি।
বিনম্র বিনয়ের মূঢ় সঙ্কোচে
অসত্য উল্লাসে প্রশ্রয় যেন না দিই আমরা আজ।
যেন ভুলি দারিদ্র্যে সৌন্দর্য্য খুঁজবার ভাবাকুল চেষ্টা।
এ কথা মানব, স্বর্গরাজ্য ভাঙ্গা কুটিরেই নয়॥

সহজ আনন্দের পথে যেন মোরা ধিক্কৃত করি বিকৃতিকে
যন্ত্রের পায়ে হৃদয় দেব না বলি।
"রবট্" মানুষে যান্ত্রিক নিপুণতা
সহজ মানুষে যেন না ভোলায়। দৃষ্টি তব
মৃত মানুষের চিন্তারাশিতে রুদ্ধ যেন না হয়।
"ইলেক্ট্রনিক ব্রেনের" চিন্তা সেই কি চরম হবে ?
যান্ত্রিক মন শেখানো বুলির শরণ লবে ?
অ্যাটম ছোড়ার পটুত্বলাভে কি লাভ বল ?
যদি সে মানুষ ধ্বংসের পথ নিকটে আনে ?
জেট্ রকেটের যাত্রার পথে ভক্তি অর্ঘ্য ধূপের ডালা
কি হবে সাজিয়ে, যদি ভুলি নীলাকাশ ?

লক্ষ্য হারাই যাত্রার সমারোহে ?
যদি ভুলি মোরা অমৃত-যাত্রী, অমৃত-সন্ধানী ?
অধিকার নিয়ে করি কাড়াকাড়ি, পরিহরি কর্ত্তব্য।
আমরা কি এক জাতি।
প্রাদেশিক মন একতারে হানে, এক ভোলে খণ্ডেরে,
আমরা কেমন জাতি ?
হৃদয়ের ভাষা যদি না মেলায়, বহুভাষা শুধু । ভেদ আনে ।
কি হবে ভাষার সমূহ প্রসার দিয়ে ?
যদি সে কেবল বাড়ায় হীনতা মনের ?
রঙ বদলিয়ে কি ফল বল,
যদি সে সূর্য্যে কালিমায় ঢাকে,
রঙ করে তারে লোহিতে অথবা পীতে ?

কেজো বুদ্ধির বাঁধাধরা মাপে
আমরা যেন না ভুলি অসীমের উদার আহ্বান।
সাময়িকী নিয়ে অন্ধ মত্ততায়,
প্রতি দিবসের প্রখর সূর্য্যালোকে
আমরা যেন না ভুলি নিশীথের নিস্তব্ধ তারায়।
অন্তরে তব যে বিরাট মহাকাশ
স্পুটনিকে চড়ে কোন মানুষের সাধ্য হবে না সেখানে যাওয়া
অন্তরতম কেন্দ্রে যেথায় জ্যোতির বিস্ফুরণ,
বৃত্ত তাহার চিহ্নিত কভু হয়নি কোথাও আজও।
এই হোক আমাদের দৃঢ় প্রচেষ্টা।
এই হোক আমাদের প্রার্থনা, বন্ধু।
বহু বিচিত্র, দ্বিধাবিভক্ত পথের মতের 'পরে,
আমাদের পথ মধ্যবর্ত্তী, স্বর্ণসূত্রপ্রভ।

এ পথ অশেষ, সুদূরের পিপাসায়,
এ পথের চির অজানা বক্রগতি :
ক্ষুরধার এই ক্রুর দুর্গম পথ
দুঃসাধ্য পথিকের জন্য।
চল এই পথে, কণ্টকে রক্তাক্ত,
চল, পথে তব রক্ত ঝরুক খ্রীষ্টের মত বীর
বুদ্ধের বাণী এ পথের বাণী, চল চল বন্ধু,
আমরা সৃষ্টি করব নূতন মন্দির,
অসীম, স্তব্ধ, গম্ভীর,
সময়ের বেদী 'পরে।

ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দেবদূত

রক্তাক্ত অন্ধকার। দূরে ঘন কুয়াশার জালে বা নির্জন রাস্তায়
ল্যাম্পপোষ্টের নীচে বৃত্তাকার আলোয়
দেবদূত হেলান দিয়ে শাদা পোষাকে,
প্রসারিত হাত দুটি শাদা। তার পিছনে পাখীর ওড়া ডানা
বুকের ওপর নুয়ে পড়া ক্লান্ত মুখে চোখে
এলিয়ে পড়া রুক্ষ চুলের রাশি।
ল্যাম্পপোষ্টের নীচেই অন্ধকার।
ল্যাম্পপোষ্টের নীচেই দেবদূত।
ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্টের ক্লান্ত মহিমার
ডানা ভাঙ্গা পাখী এক, অপার্থিব ছবি
দুঃসাহসিক করে তোলে আমাকে।
পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই। একি?
বুড়ো ভিখিরীটা শাদা কাপড়ে নিজেকে মুড়ে'
শীতে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে।
হাত দুটি ক্লান্তিতে এলানো, আবছা তরল অন্ধকারে
ক্লান্ত মালিন্যের গন্ধভরা হাওয়ায়।

কারো চোখে কখনো কি আমরাও হই দেবদূত!
যখন চরম হতাশা আর ক্লান্তিতে
দাঁড়িয়ে থাকি গভীরে, নির্জনে, একলা!

ত্যবন্দী

আমি কখনও নিজেকে দান করিনি।
ভিখিরীকে ফুটো পয়সাও না। দ্বাদশ দান তো দূরস্থান।
প্রেমিককে প্রেমও না।
ছলছল মমতা, আগ্রহ, অনুরাগ,
বিরক্ত সন্দেহে ঠেলে দিয়েছি।
মনে মনে বলেছি, “যাও, যাও, তোমাদের চাই না।
তোমরা লুঠেরা। আমার রাজার ধন লুঠ করতে চাও,
—যে গোপন, যে গুহানিহিত রত্ন।
নিজেকে বিলিয়ে দিতে ভয় হয়,
ভয় হয় আবর্তে ডুবতে।
নিরাসক্ত উদাসীন বৈরাগী এক একতারার
সুরে সুরে ভুলেছি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য।
যাকে বলে রূঢ় বাস্তব, আমি চেয়েও দেখি না।
আর স্বপ্নের মিনারে, মেঘের প্রাসাদে
আমার প্রিয়া, আমার কবিতা, সুন্দরী!
তোমাকে উদ্ধার করতে রাজপুত্র, দুঃসাহসী মন আমার
একলক্ষ্যে চলেছে, শব্দের জাঙ্গাল সরিয়ে
ভাষার দেউড়ি, ডিঙ্গিয়ে।
তোরই জন্য আমার অভিসার, প্রিয়তমা।
এই পৃথিবীতে আমি নিজেকে বিলিয়ে দেব না কখনো,
সত্যবন্দী মন আমার, আমার প্রাণ
শুধু তোমারই জন্য, কবিতা।

জীবন সুবর্ণবৃক্ষের ডালে উপনিষদের সেই দ্বিতীয় পাখিটা
প্যাঁচার মত সিরিয়াস, নির্লিপ্ত, ব্যাজার চোখে
কড়া পাহারায় রেখেছে হে !
একটু বেচালে চ্যাঁচায় পাগলা মেহের আলি
"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুঠ্ হ্যায়।"
তাইতো নিঃশব্দে করছি দিনাতিপাত,
কৃপণের ধন আগলে আছি আমাকে,
কাউকে কিছুই না দিয়ে, না নিয়ে।

কবিকে

(শ্রীবুদ্ধদেব বসু শ্রদ্ধাস্পদেষু)

দেখিলাম প্রিয়তম কবিকে আমার,
উজ্জ্বল দাক্ষিণ্যে শুভ্র। শুদ্ধ সুকুমার
অতি-চেতনের মন। হরিণের মত
লাজুক সতর্ক দৃষ্টি, যেন ভাবনত
থর থর লজ্জাবতী লতা। কণ্ঠে তাঁর
কোদণ্ডটঙ্কার নেই। নেই ছটাভার
বাক্যের কাকলী মাঝে। তেজোময় তবু
পরম শক্তির বলে। জনমন প্রভু
যুগ কবি তিনি। তাঁকে সুন্দরের দান
মহান করেছে। যেই তেজে দীপ্তিমান
ক্ষণিকের গোলাপ চামেলী, যুথী, বেলা
বটবৃক্ষবিশালতা, হতে। এই খেলা
বিধাতার সৌন্দর্য্যপ্রণতি। দেখিলাম
সুছন্দিত জীবন কী! প্রণাম দিলাম।

আশীর্ব্বাদ

স্নেহাস্পদ কবি শ্রীনির্ম্মল হালদারকে—

নির্ম্মল আসবে রবিবার,
দিয়ে গেছে আমাকে সে কিশোর হৃদয়ভেজা চন্দনের গন্ধমাখা
কবিতা সম্ভার

এ জগতে ঝরা পালকেরা ওড়ে
সবুজ সমাজে
রৌদ্রের ঝিনুকে পান করি,
পৃথিবীর কৌটো খুলে যাদুর অমৃত।
ভালবাসার তন্বী এক সাঁকো,
দ্বিধান্বিত পায়ে পায়ে পার হ'তে গিয়ে,
খুঁজে খুঁজে পেয়েছে সে নারী। তার দ্বিতীয় ঈশ্বর।

পৃথিবী বিস্তৃত বৃক্ষ। জটাজটিল অরণ্যে
অন্ধকার সরীসৃপ লুব্ধ হিংস্রতায়।
আসন্ন সূর্য্যের সাথে
তুমি আনবে ভোরের আলোয় পদ্মকলির ফুটে ওঠা গান,
বেসুরেতে দেবে সুর, হিংসাকে মথিত করে' প্রেম,
তুমি সেই কবি।

অ্যাংরী জেনারেশন'কে

তোমাকে চিনব কেমন করে হে, রাগী ছোকরা !
চার অঙ্কের ঘরে সুখের পায়রাকে উড়িয়ে
কালোবাজারী, ব্যবসায়ী, গেজেটেড্ অফিসার
থপ্‌থপে অতিকায় ভালুকের মত
চুষে নিচ্ছি মহুয়ার রসচোয়ানো জীবনের মদ ।
'গাড়ী, বাড়ী, ফ্যান, ফোন,
মসৃণ জীবন ।

তোমাকে বুঝবো কেমন করে হে, রাগী ছোকরা !
ইফেল টাওয়ারের ওপর থেকে দেখা ফ্রান্স,
তেমনি তোমরা, আমাদের চোখে, তোমাদের সুখ দুঃখ নিয়ে
আমরা নই দুঃখভুক অরণ্য প্রজাপতি,
গুটীপোকার মত নিজেরই তৈরী জালে বদ্ধ আমরা ।
আমাদের যুগ, সভ্যতা, বিচারের আলো থেকে
তোমরা ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নাও ।
অবাক হয়ে ভাবি এ যুগ কী অকৃতজ্ঞ !
হাজার বছরের পোক্ত খাঁচাখানায় এদের কেন আটছে না !
'এরা সবুজ, এরা অবুজ এরা কাঁচা,
তাই পুলিশ আর পলিটিক্স দিয়েছি লেলিয়ে
"আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।"

সভ্যতার সমুদ্রমন্থনে উঠল প্রাচুর্য্যের অমৃত,
সে সব বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে ;

ক্ষীর, দুধ, ঘৃত, মধু ইত্যাদি আর বাকী নেই।
তোমাদের তেজী ছটফটে প্রাণের জন্য আছে বেয়নেট আর বুলেট
আর যদি হও গড্ডালিকার ভেড়ার দল,
সস্তা সিনেমায় ব্যাবারে নাচের উত্তেজনা,
এল. এস. ডি. আর ম্যারিজুয়ানার হাতছানি,
টুইস্ট্ আর জ্যাজের হল্লার নীচে
যেন চাপা পড়ে তোমাদের পথ খুঁজবার আত্তি,
যেন অন্ধের মত, কলুর বলদের মত ঘোরো তোমরা,
এই আমোদের আবর্তে।

শুভ্র ছেলেরা আমার, এ সভ্যতার উত্তরাধিকারী তোমরা।
তোমাদের হাতে আমরা এগিয়ে ধরেছি পানপাত্র।
নগ্ন যৌনতার, উত্তেজক কামনার, ফিল্মস্টারের হিরোশিপে
যেন তোমার বিচারবুদ্ধি মুখ থুবড়ে মরে,
প্রচুর পয়সা খরচকরা সিনেমা পত্রিকার পণ্যনারীর নগ্নতায়,
যেন হও জালে পড়া শান্ত মৃত খরগোস।

আহা, আমরা দয়ালু পিতৃপুরুষ।
আমাদের অজস্র সিনেমা হাউস, বার কাফে আর
কোকোকোলার আসর ;
নববধূর মত সলজ্জ হাতছানি দিচ্ছে তোমাদের।
অথচ কলেজে নেই লাইব্রেরীতে বই, গবেষণাগার,
নেই কোন সুস্থ আনন্দ-আসর।
(কেন না "জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, টাকা নেই কর্ত্তার।")
অর্থাভাব কেবল উন্মুখ কিশোরকে জ্ঞানদানের রাজ্যেই।

তোমাদের সযত্নে দূরে রাখা হয়,
অৰ্দ্ধেক পৃথিবী জুড়ে যে নবজাগ্রত মেহনতী জনতা,
তার আশা আর আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস থেকে।
ধনতন্ত্রের ধ্বজাধারী বস্তাপচা কতক সূত্র
বিভ্রান্ত করে তোমাদের গণতন্ত্রের নামে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার কি দাম? যখন রুটী নেই!
কেবল অনাহারে বেকারের দল বাড়াবার স্বাধীনতা!
আর
পঞ্চবার্ষিক ভোটের বাক্সে হাজারো জাল ভোটের সাথে
তোমারও একটি ব্যর্থ ভোট!
এখানে যুবক পিঁপড়ের মত মরে বুলেটের ঘায়,
অথবা বঞ্চিত ব্যর্থজীবনের কাদায় শূয়োরের মত গড়ায়—
স্বপ্নও কেড়ে নিয়েছি বলে'।
কেন না মানুষ অনাহারেও বাঁচে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন পান করে'।

শব্দ, দ্বিতীয় ঈশ্বর,
আজ ধূর্ত্ত শয়তানের হাতে রঙ বদলানো এক ভাঁড়
জঙ্গী ধনতন্ত্রকে পরানো হয়েছে গণতন্ত্রের মুখোস
সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, মমির কফিনে মিউজিয়াম।

বুলেটের সাথে ছড়ানো হচ্ছে, বাইবেল আর গান্ধীবাদ,
যাতে তোমরা হও নির্জীব মেষের মত।
পৃথিবীর সভ্যতা, সব সত্য, মহান আদর্শের
তলায় ওরা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেখেছে,
যাতে পা দিলেই মরণ ফাঁদে তোমরা ডুবে যাও প্রসারিত হাতে

যুদ্ধাস্ত্রের কারখানার মালিকেরা আর সি. আই. এ.
বুলেটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে তোমাদের।
থাকো যেখানেই, ভিয়েৎনাম, স্পেন, কিউবা, চিলি,
অথবা বাংলাদেশ।
আর ম্যালথসের পচা এক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভাঁওতায়
তোমাদের সৃষ্টিক্ষমতা করছে এরা রুদ্ধ;
এদিকে যখন দিগন্তব্যাপী উর্ব্বরা জমি কাঁদছে সবল চাষী
ও লাঙলের জন্য,
যখন দাম বাড়াবার জন্য বাড়তি আলু আর গম
ব্যবসায়ীরা ঢেলে দিচ্ছে জলে।
আমার ছেলেরা
ধিক্কার দাও তোমরা আমাদের।

না, প্রেমও নয়। তাও তোমাদের নয়।
তোমাদের প্রেমিকা, সুন্দরী তরুণীরা আজ ভোগের পণ্য
অর্থমূল্যে বিক্রীত হচ্চে, ভালবাসা, অনিচ্ছুক দেহ।
তোমাদের চোখের সামনেই ঘটছে এসব
আর তোমরা জানছ পৃথিবীতে কিছুই তোমাদের নয়।
না, প্রেমও নয় তোমাদের।

পৃথিবীর আদিতে মাটিতে ছিল এক বিশাল অরণ্য
হিংস্র সিংহব্যাঘ্র আর সরীসৃপে ভরা।
আদিম মানুষ জয় করেছে তাদের
কেননা তাদের শত্রুরা ছিল স্পষ্ট, দৃশ্যমান, সরল।

আর তোমাদের শত্রুরা তোমাদেরই শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ,
অদৃশ্য, প্রচ্ছন্ন, নৈতিকতার চকোলেটে মোড়া
গুপ্তঘাতী অস্ত্র তাদের।
"চেষ্টা করলে হাঙরেরও দাঁত দেখতে পাবে,
কিন্তু মহিমবাবুর ছুরিটা যখন চমকাবে,
দেখতে পাবে না, পাবে না।"

মহিমবাবুরা আসেন শুভানুধ্যায়ীর লম্বা জোব্বায় মুস্কিল আসান
রাজনৈতিক নেতার দলপতিরা
দলে টানেন মস্ত আশার রঙিন ছাতার তলায়,
কাজ ফুরোলেই ছোরাবিদ্ধ হয় টাটকা তরুণ কলজে,
কেননা, হয়তো ওরা বড় বেশী জেনে ফেলেছে,
বাঁচবার অধিকার হারিয়ে।
কোন কোন জন্তু যেমন সন্তানখাদক,
আমরা মানুষেরা প্রায় সেই পর্য্যায়ে নেমেছি
আত্মজ হননে।
নিজের বৃত্তে ব্যস্ত উদাসীন আমরা,
আত্মসুখের ঠুলিপরা কলুর বলদের মত।

এই সততার আদর্শে বিশ্বাসী তরুণেরা
আমাদের কাছে কি চেয়েছিল?
তারা চেয়েছিল সত্য, ন্যায় ও প্রেমের
আদর্শে অবিচল থাকতে,
আর চেয়েছিল রুটি আর কাজ।

আমি কি ভুলতে পারি সেই বিপ্লবী যুবকটির কথা
যে ডানহাতে বুলেট বিদ্ধ হয়ে
ধরা দিয়েছিল, বলেছিল তার ইতিহাস।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর স্বর্ণপদক যে
একটা ছেলে ভুলোনা রঙিন রাংতা
বুঝল, যখন এক যুগ ধরে সে বেকার।
অথচ ঘরে বৃদ্ধ বাবা মা ও ভাইবোনেরা তার মুখ চেয়ে।
ভিখিরীরও অধম জীবন,
কেননা সে ভিক্ষেও করতে পারে না।
পূঁজিপতির অপদার্থ সন্তানেরা যখন তারই সামনে ঐশ্বর্যবান,
সে নিশ্চিত জানল—শক্তি রাইফেলে।
সে মরবার আগে বলেছিল—
—কাজ চেয়েছি, পেয়েছি বুলেট—কিন্তু কেন?
আমি ভুলব না অনশন ধর্ম্মঘটে ধুঁকছে যে প্রাইমারী শিক্ষকটি;
তার চাকরীর নিরাপত্তা সে চেয়েছিল,
চেয়েছিল এই বিরাট অর্দ্ধ শিক্ষিত দেশের,
কিছু জন সংখ্যাকে স্বাক্ষর করতে।
এই অপরাধে তাকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে
আর সুখী সকলে চেয়ে চেয়ে চলে যাবে উদাসীন চোখে।
আমি তা পারি না,
কেননা সে আমারই আত্মজ,
তার মৃত্যুতে আমারই মৃত্যু।
ক্ষমা চাইব না, সে অধিকার নেই আমাদের।
তবু বিশ্বাস কর, এ আমরা চাইনি।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র
এ সবই আজ রঙিন সোলার সাজ পরানো স্বার্থের প্রতিমাকে
নিজের উন্নতির জন্য প্রত্যেকে ব্যস্ত, দ্রুত ধাবমান।
ব্যক্তি স্বাধীনতা আজ ব্যক্তি স্বার্থের জালে বদ্ধ।
আজ হঠাৎ চেয়ে দেখছি অসহায় চোখে
এক ধনতান্ত্রিক ঘূর্ণায়মান যন্ত্র দানবের নাটবল্টু আমরা
দিব্যি খাঁজে খাঁজে চেপে বসা।
সাফল্যের তীরবিদ্ধ লাস আমরা,
আমরা আজ মৃত, বীভৎস,
ঘৃণা কর তোমরা আমাদের।

* * * *

দূরে ভেসে আসছে একঘেয়ে কাঠ কাটার শব্দ,
এক বিরাট উৎসুক জনতার গুঞ্জন, কলরোল, চীৎকার,
আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা ভীড়ের মধ্যে
আছে বৃদ্ধ, যুবা, বালক। ডুগডুগী নিয়ে বাজিকরও।
চরম প্রত্যাশায় উন্মুখ সকলে।
বিরাট এক বনস্পতি, আকাশে তার মাথা ছোঁয়,
তাকে কাটা হচ্ছে, একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন,
আজ শেষ অঙ্কের সন্ধ্যা।
কারণ, সবাই জানে "দক্ষিণের জানলার ধারে ফুরফুরে
হাওয়া ইত্যাদি
ঈশ্বর দিয়েছেন কেবলমাত্র বড়লোকেদের ভোগের জন্য।"
অতএব রাস্তার ওপারে নির্মীয়মান স্কাইক্রাপারের জন্য
তাকে মরতেই হবে, সরতেই হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভেঙ্গে খান খান,
উল্লাস, বিস্ময়, নাটকের শেষ অঙ্কের উত্তেজনা,
বিরাট প্রতিবাদের আওয়াজ তুলে মরা গাছের সুদীর্ঘ কাণ্ডটা
হুড়মুড় করে' পড়ে,
রাস্তার ওপাশের স্কাইস্ক্রাপারের উচ্চচূড়া কাঁচের জানালা
ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙ্গে
ইলেক্‌ট্রিকের খুঁটিতার উপড়ে।
নিস্তব্ধতা, সূচীভেদ্য অন্ধকার
ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা, ভূতের মত কাৎ হওয়া মৃত কাণ্ড,
আর অন্ধকার, অন্ধকার।
হঠাৎ অন্ধকারে বিরাট দুই উচ্চতার পায়ের কাছে
জ্বলে ওঠে ছোট ছোট মশাল,
রক্তবর্ণ শিখায় মানুষ উল্লাসে লুট করে
কাঠ আর ডালপালা, যা ক্ষুধার ভোজে লাগবে।
আর গরীব ছেলেমেয়েদের কাঠের বোঝায়
রাঙা মশালের খুসীর আলো।

* * * *

এই অন্ধকারের শেষ হবে একদিন,
আবার জাগবে নতুন প্রভাতের বিশ্বাস।
সে আলোকের প্রার্থনা আজ আমাদের, তোমাদের,
ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

ভ্রম সংশোধন

পৃ:	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২২	ক্যামভাসে	ক্যানভাসে
২	৫	সঞ্চয়ে	কৌটায়
৪	১৩	দীর্ঘ	দীর্ণ
১১	২	ভীষণ	তীক্ষ্ণ
১৩	৫	আকাশে	আকাশ
১৪	৫		মিমূঢ়
১৯	৫	আয়নায়	আয়নাই
২৯	৪	বাংমোড়া	বাংতামোড়া
৩১	১২	পুথিকেই	পুঁথিকেই
৩১	১৩	ইস্কুলে মাষ্টারী	ইস্কুল মাষ্টারী
৩১	১৪	দুভিন	দুদ্দিন
৩৩	৩	সুথী	সুখী
৩৫	৩	সাননাইট	সায়ানাইড.
৪৭	১৭	পেদ্ম	পদ্মের
৫১	১	জলে	জালে
৫৫		পৃ: ৫৭	পৃ: ৫৫
৫৯	৭	On	Oh
৬৫	৯	Itintoxicates	It intoxicate
৬৭	৩	is is	Is it
৬৮	১৮	O fan	of an
৭২		ওঠে	ওঠো
৭৪	১৮	রহস্য ভরা	রহস্যে ভরা
৭৭	৬	বীজে	বীজ
,,	৯	শূন্যতায়ে	শূন্যতায়
৭৮	৩	রহুক	থাকুক
৮২	৭	লুঠ	লুট
৮৬	১৯	“আঘমরাদের”	“আঁধমরাদের”